Re. 1.00
মূল্য ঃ ১ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : IV Issue :X,15th January, 2016 পৌষ, ১৪২২, বার্ষিক মূল্য-১০টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

লহ প্রণাম

আর্বিভাব -১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৩
তিরোভাব - ৪ঠা জুলাই, ১৯০২

শুভেচ্ছা
স্বাগত - ২০১৬
ইংরেজী নববর্ষে
আমাদের
উপদেষ্টা
শুভানুধ্যায়ী
সদস্য-সদস্যা সহ
সকলকে
প্রীতি ও শুভেচ্ছা

১৯শে ডিসেম্বর, ২০১৫ কাটজুনগর কলোনী কমিটি অফিসে অনুষ্ঠিত প্রবীন ব্যক্তিদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে শ্রী শান্তি রায়কে সম্মাননা প্রদান করছেন সংস্থার সহ সভাপতি - শ্রী সনৎ লাহিড়ী

এখন একমাত্র সাধনা হোক

বনফুল

বিবেকানন্দ কেবল একটি ব্যক্তি নন,
তিনি ভারতবর্ষের আত্মার অভিব্যক্তি,
যা অভিভূত করেছে সারা বিশ্বকে।
অভিনব বিরাট প্রতিষ্ঠান তিনি।
কি ভাষায় বর্ণনা করব তাঁর?
তাঁর সঙ্গে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের
তুলনা করতে ইচ্ছা করে,
কিন্তু তখনই মনে হয়, তিনি অতুলনীয় —
প্রদীপ্ত স্বকীয়তায় তিনি সমুদ্ভাসিত।
চিরন্তন মহাকালের অদৃশ্য মহামন্দির থেকে
যে আলোক-ছটা অহরহ ছুটে আসছে,
বিচ্ছুরিত হচ্ছে নিখিল বিশ্বে
তিনি ছিলেন সেই আলোকের অপরূপ দর্পণ।
সেই প্রোজ্জ্বল জ্যোতিকে
ধারণ করেছিলেন নিজের বুকে,
প্রতিফলিত করেছিলেন স্বকীয় প্রতিভার জ্বলজ্জ্যোতিতে,
জাগাতে চেষ্টা করেছিলেন দেশকে, বিদেশকে;
অতি-চক্ষুষ্মান অহঙ্কারীর চোখে দিয়েছিলেন জ্ঞানের আলো,
অন্ধকে দিয়েছিলেন দিব্যদৃষ্টি।
আজ তাঁকে প্রণাম করি —
প্রণাম করি দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে,
প্রণাম করি সর্বান্তঃকরণ দিয়ে।
মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় —
তাঁকে প্রণাম করবার যোগ্যতা অর্জন করেছি কি?
উত্তর পাই - না করিনি।
সেই যোগ্যতা - অর্জনের সাধনাই
এখন আমাদের একমাত্র সাধনা হোক।
("যুগদিশারী-বিবেকানন্দ" গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

কাটজুনগর কলোনী কমিটি অফিসে সংস্থার পক্ষ থেকে প্রবীণ /প্রবীণাদের সম্মাননা অনুষ্ঠান —

রিপোর্টার - স্নেহাংশু চাকদার

১৯শে ডিসেম্বর ২০১৫ শনিবার সকাল ১১টায় কাটজুনগর কলোনী কমিটির অফিসে কাটজুনগর ও পোদ্দার নগর অঞ্চলের ৭৫বছর ও তদউর্দ্ধ প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানোর জন্য বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রীমতি শিপ্রা ব্যানার্জীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। সভাপতি তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন ২০০৫ সালে জয় ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জীর প্রচেষ্টায় প্রবীণ ব্যক্তিদের সেবা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর থেকে আমরা প্রবীণদের কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছি। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাটজুনগর ও পোদ্দার নগর অঞ্চলের প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানোর লক্ষ্যে এখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ এখানে আমাদের সহ সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য, শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত আছেন। বেথুনের কাজকর্ম সহ আগামীদিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। তারপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করেন। শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য বলেন শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জয়ার শ্রমিকদের ঐতিহ্য ধরে রাখার লক্ষ্যে প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণে কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেন ডাঃ বেথুনের নামে নামকরণ করা হল তার ব্যাখ্যা দেন। তাঁর জন্ম কানাডায় কিন্তু তিনি সেখানে সীমাবদ্ধ থাকেননি। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় সেখানে তিনি তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। স্পেন থেকে তিনি চীন চলে যান। চীনে যে সকল গেরিলা সৈন্য জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন তাদের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট ডাক্তারের ব্যবস্থা ছিল না। তিনি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের চিকিৎসার কাজ পরিচালনা করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সরাসরি রক্তদানের পদ্ধতি তিনিই প্রথম চালু করেন। কমঃ মাও সেতুং এর আহ্বানে তিনি চীনের লংমার্চে যোগদান করেন এবং কর্মরত অবস্থায় সেখানে মৃত্যু বরণ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ডাঃ নর্মান বেথুনের ন্যায় এমন চিকিৎসক দুর্লভ বলা যেতে পারে। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে কাজ আমরা শুরু করেছি, তার আরও প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটাতে হবে। এই উদ্দেশ্যকেই সামনে রেখে আজ এখানে কাটজুনগর ও পোদ্দার নগর এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানোর আয়োজন করা হয়েছে। এ ধরনের অনুষ্ঠান সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় করা হয়ে থাকে।

আমাদের কাজে ব্যাপ্তি ঘটানোর লক্ষ্যে আপনাদের সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। পরে সংস্থার কাজকর্ম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী। তিনি সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন হরিদাসদা, বিমলদা তাদের উদ্যোগে শ্রমিক সহ দুঃস্থ প্রবীণ ব্যক্তিদের সেবার লক্ষ্য নিয়ে বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। আজ এখানে প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানোর উদ্দেশ্যে আমরা একত্রিত হয়েছি। প্রতি মাসে প্রবীণবার্তানামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশিত হয়।

আমাদের সংস্থার হল ঘর 'বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান, মণীষিদের জন্মদিন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনার আয়োজন করা হয়। স্বল্প মূল্যে ডাক্তারী পরিষেবা দেওয়া সহ বিভিন্ন প্যাথোলজি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিলভার লাইন আই হসপিটালে চক্ষু অপারেশনের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়। বর্তমানে রংকল ও ৬৯ সুবোধ পার্ক, রায় নগর বাঁশদ্রোনীতে আমাদের ক্লিনিক চলছে। গত ৮ই জানুয়ারী ২০১৫ রংকল এলাকায় ৯০/১, প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড, (কো-অপারেটিভের বাড়ীর নিচ তলায়) কলকাতা - ৯৫ ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকের উদ্বোধন করা হয়। সেখানে প্রতি শনিবার একজন হোমিও ডাক্তার বসেন। তা ছাড়া ফিজিওথেরাপি সেন্টার চালু করা হয়েছে। কিন্তু

যন্ত্রপাতি ও জায়গার অভাবে তা সম্পূর্ণভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যাপারে কো-অপারেটিভের কর্মকর্তাদের সাথে কথা হয়েছে। আশা করা যায় জায়গার ব্যবস্থা করা যাবে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করে সম্পূর্ণভাবে ফিজিওথেরাপি সেন্টার চালু করতে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন। ডোনেশনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আপনাদের নিকট আমাদের আবেদন এ ব্যাপারে আপনারা সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। সব দানই ইনকাম ট্যাক্স এর বিশেষ ধারায় (৮০জি) আয় থেকে ডিডাকশন হিসাবে অনুমোদন যোগ্য। আপনাদের সাহায্য পেলে আমরা এর আরও বিস্তৃতি ঘটাতে পারবো। ভবিষ্যতে আমাদের এক্স-রে মেশিন বসানো সহ অন্যান্য পরিকল্পনা রয়েছে।

তারপর শুরু হয় সম্মাননা অনুষ্ঠান। কাটজুনগর ও পোদ্দার নগর এলাকার ৪১জন প্রবীণ প্রবীণাকে সম্মাননা জানানো হয়। ফুলের তোড়া, মেমেন্টো, মানপত্র ও সংস্থার ব্যাজ প্রদানের মাধ্যমে প্রথম সম্মাননা প্রদান করেন সংস্থার সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী। তারপর একে একে যারা সম্মাননা প্রদান করেন তারা হলেন সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য, শ্রী অম্বর রায় চৌধুরী, শ্রী সনৎ লাহিড়ী, শ্রী পরিমল ভট্টাচার্য, কাটজুনগর কলোনী কমিটির সম্মাদক শ্রী ভবতোষ দাস ও শ্রী মনোতোষ দাস। অসুস্থতার জন্য যারা উপস্থিত হতে পারেননি তাদের বাড়ীতে গিয়ে সম্মাননা জানান শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য, শ্রী ভবতোষ দাস ও শ্রী মনতোষ দাস।

যাদের সম্মাননা জানানো হয় তাদের মধ্য থেকে প্রথমে বক্তব্য রাখেন শ্রী নীতিন বোস। তিনি বেথুন ইন্সটিটিউট যে ধরণের কাজ করে যাচ্ছে তার প্রশংসা করেন। বেথুন ইন্সটিটিউটের পাশে দাঁড়াতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবেন একথা বলে তার বক্তব্য শেষ করেন। পরে বক্তব্য রাখেন শ্রী জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী ও শ্রী নিত্যানন্দ দাস। ইন্সটিটিউটের কাজের প্রশংসা করেন। আরও বলেন যে বেথুনের পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানোর জন্য তাঁরা নিজেদের ধন্য মনে করছেন।

সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রী সনৎ লাহিড়ীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকের সম্প্রসারণ করার বিষয়ে পরিকল্পনা সম্পর্কে ...
শ্রী গৌতম রায়চৌধুরী

আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন কমঃ হরিদাস মালাকার, কমঃ বিমল চ্যাটার্জী, কমঃ রমেন সেন সহ অন্যান্যরা। সে স্বপ্ন সমাজ বদলের স্বপ্ন - এক ভেদাভেদহীন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন। সেই লক্ষ্যে গরীব মেহনতী মানুষের সেবামূলক কাজের উদ্দেশ্যে এই বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের পথ চলা, বেড়ে ওঠা। বিমলদার স্বপ্নের শরিক হয়ে আমাদের ইচ্ছা এক শ্রমজীবি অর্থপেডিক চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলা। বিগত ৮ই জানুয়ারী ২০১৫ তারিখ থেকে ফিজিও থেরাপি সেন্টার চালু হয়েছে। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অভাবে সম্প্রসারণ/অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না।

আমরা জানি, একবারে এই লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়। তাই আমরা ক্ষমতানুসারে মূল লক্ষ্যটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম অংশে পূর্ণাঙ্গ ফিজিও থেরাপি সেন্টার গড়ে তোলার লক্ষ্য বিগত পরিচালন পরিষদের সভায় গৃহীত হয়েছে। পরবর্তী কালে প্যাথোলজিক্যাল ক্লিনিক ও সর্বশেষে শ্রমজীবি অর্থপেডিক চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্য স্থির হয়েছে।

লক্ষ্য	সময়সীমা	আনুমানিক প্রয়োজনীয় অর্থ
প্রথম ঃ- পূর্ণাঙ্গ ফিজিও থেরাপি কেন্দ্র ও ডাক্তারদের চেম্বার	ফেব্রুয়ারী,২০১৬	১.৯০ লক্ষ টাকা
দ্বিতীয় ঃ- প্যাথোলজিক্যাল ক্লিনিক	ডিসেম্বর, ২০১৬	১০.০০ লক্ষ টাকা
তৃতীয় ঃ- শ্রমজীবি অর্থপেডিক চিকিৎসাকেন্দ্র	২০২১ সাল	অনির্ধারিত

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে কো-অপারেটিভ কর্তৃপক্ষ বাজারদরের চেয়ে অনেক কম ভাড়ায় আনুমানিক ১৫০০ বর্গফুট জায়গা ভাড়া দিতে সম্মত হয়েছেন। যেহেতু বাড়িটা রংকল বস্তির কাছে অবস্থিত তাই এখান থেকে গরীব, মেহনতি, প্রবীণ মানুষদের সেবা করতে সুবিধা হবে। তাছাড়া বহুদিন থেকে ওখানে আমাদের মেডিকেল ক্লিনিক চলে বলে এলাকাবাসীদের কাছে আমরা সুপরিচিত। সর্বোপরি ডাক্তারবাবুরা, বিশেষজ্ঞরা এবং যন্ত্র সরবরাহকারিরা সকলেই জায়গাটা পরিদর্শন করেছেন এবং অনুকূলে মত দিয়েছেন।

এই কেন্দ্রটি স্থাপন করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে কলকাতার প্রথিতযশা পেশাদার ফিজিওথেরাপিষ্ট, শ্রী অলোক রায় চৌধুরীর সাথে আলোচনা করেছি। শ্রী রায় চৌধুরী বর্তমানে কলকাতাস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের (শিশু মঙ্গল) সাথে জড়িত। তিনি সাগ্রহে আমাদের সাথে জড়িত হয়েছেন। তাছাড়া ডাঃ অমল ঘোষ MBBS, DSM, Orthopedic Surgeon আমাদের সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কেন্দ্রটি চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় Trade License ইতিমধ্যেই Kolkata Municipal Corporation থেকে সংগ্রহ করেছি।

আমাদের ইচ্ছা বাজারের প্রচলিত মূল্যের চেয়ে অনেক কমে, এক-তৃতীয়াংশ দামে রোগীদের সেবা করা। অর্থাৎ মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে আধুনিক মানের ফিজিও থেরাপি সেবা প্রদান করতে পারব।

তাছাড়া, চেম্বারে সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের বসার ব্যবস্থা করতে পারলে গরীব জনগণের প্রভূত উপকার হবে।

এই বিশাল কর্মকান্ডের জন্য আমাদের এই মুহূর্তে প্রায় ২লক্ষ টাকার প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস এই টাকা আমরা আপনাদের থেকে দানের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারব। আমরা ইতিমধ্যেই দান সংগ্রহ শুরু করেছি। এই লেখার মাধ্যমে আমরা আপনাদের কাছে মুক্তহস্তে দানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। ব্যাঙ্কের চেক বা নগদে দান পাঠাতে পারেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে কোন দান ভারত সরকারের নির্দেশানুযায়ী ৮০জি ধারায় আয়কর মুক্ত।

আমরা বিশ্বাস করি, আপনাদের সকলের দানে ও সহযোগিতায়য এই মহৎ কাজ আমরা শেষ করতে পারব।

সমস্ত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবেদন

৩০শে নভেম্বর ২০১৫ পরিচালন পরিষদের সভায় রংকল বস্তি অঞ্চলে একটি আধুনিকমানের ফিজিওথেরাপি ক্লিনিক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 'ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক' নামে এই কেন্দ্রটি গত ৮ই জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধুমাত্র এই অত্যাধুনিক ফিজিওথেরাপি কেন্দ্রটি গড়ে তুলতে আনুমানিক দুই লক্ষ (২,০০, ০০০) টাকা প্রয়োজন। এই তহবিল গঠনের জন্য সদস্য / সদস্যা নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। এর সাহায্যে আমরা প্রবীণ, দুঃস্থ শ্রমজীবি ও স্বল্প আয়ের মানুষদের স্বল্পমূল্যে আধুনিক অর্থপেডিক চিকিৎসা দিতে চাই।

নগদে বা ব্যাঙ্কের চেকের মাধ্যমে দান পাঠাতে পারেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে কোন দান ভারত সরকারের নির্দেশানুযায়ী ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

ধন্যবাদ সহ,

পেলব মুখার্জী
সভাপতি

দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

নীপবন

অম্বুজ কুমার রায়

নীপবনে বনছায়ে প্রাণচায়,
দুপুরের জল ভরা গাগরিতে
সাবলীল সোনাঝরা দেহটিতে।
থলথল মায়াভরা পথ যায়।

রোজকার মায়াময় ঘাটলায়
গোধুলীর সচকিত চাওনিতে
পাপিয়ার কুহুকুহু কাকলীতে,
হৃদয়ের শুকতারা ঝরে যায়।
ভোরের শিশির ভেজা শিওলিতে
কাঁঠালি চাঁপার পরশ ছোয়ায়,
উপ্‌চে উঠে মনের সাজী ভরে।

সাঝের বেলায় তুলসী মঞ্চেতে
প্রদীপ জ্বলে সোনালী আলোছায়,
কী সূর বাজে ডাগর আঁখিভোরে

-ঃঃ প্রয়াত জনাব নুরুল হুদা স্মরণে ঃঃ-

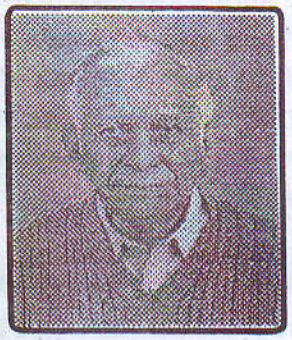

উত্তর পূর্ব ভারতের বিশিষ্ট জননেতা, সর্বভারতীয় কৃষকনেতা, শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়ক আজীবন কমিউনিষ্ট কমরেড 'নুরুল হুদা' গত ১৭ই ডিসেম্বর ২০১৫ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

১৯৩০ সালের ১৩ই মার্চ কাছাড়ের লক্ষীপুর থানার রূপাইবালী পরগণার ডলুগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

বেথুন ইন্সটিটিউটের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি ও তাঁর সহধর্মিনী ছবি হুদা এই সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। বিগত বিশ্ব প্রবীণ দিবসে (২০১৫) তাঁকে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানো হয়েছিল।

প্রয়াত নুরুল হুদাকে বেথুন ইন্সটিটিউটের সদস্যগণ অন্তরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

মা, তুমি এসেছ

প্রশান্ত কুমার ধর

সর্ব্বমঙ্গলা মা তুমি,
বাহুতে আছে শক্তি তোমার,
হৃদয়ে তুমি মাতৃরূপিনী
তোমার আশীর্ব্বাদে সিক্ত মোরা।

মা তুমি এলে মর্তলোকে,
প্রতিবার যেমন আলো।
খোঁজ কি নিয়েছ মা! কেমন আছি আমরা।
ভাল নেই একেবারে, জান তুমি সব।
তিনদিন ঝলমলে আলো, ঢাক কাঁসরের আওয়াজ
বড়ই পীড়া দেয় মা, যখন ভাবি তাঁদের কথা।
যাঁরা আজ নেই, লুটিয়ে পড়েছে মৃত্যুর কোলে,
অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে।

আর পাবো না, কোন দিন তাঁদের,
তুমি কি শুনতে পাওনা মা! তাঁদের বেঁচে থাকার
আকুতি যন্ত্রণা।

বিচলিত করেনা তোমার মন!
কেন মা! পারলে না রক্ষা করতে
তাঁদের অশুভ শক্তির হাত থেকে।

যাঁদের অনেক কিছুই করার ছিল পৃথিবীতে,
অন্যায়ের জাঁতাকলে বেঁচে থাকার বাধন লড়াই,
অপমান, ভৎসনা, ভীত, সন্ত্রস্ত প্রতি মুহূর্তে,
ঝড়ছে রক্ত, দেখতে কি পাওনা তুমি?

যা এমনভাবে হারিয়ে যায়, তা ফেরে না কোনদিন,
কষ্ট হয়, ঝলমলে প্যান্ডেলে আসতে,
বুকে ব্যথা নিয়ে তবুও সেই পুষ্পাঞ্জলি,
নিজেকে হারিয়ে খুঁজে বেড়াই সে চেনা মুখগুলি।

যখন ঢাক বেজে ওঠে, ভাবি তুমি এসেছো,
সকল দুঃখ ভুলে গিয়ে, বেরিয়ে আসি তোমার দর্শনে।
কে যেন বলে, কান্না ছেড়ে, ভুলে থাক সব দুঃখ,
একদিন ফিরবে সব, প্রত্যাশায় বসে রইলাম
নিয়ে মোরা চোখের জল।

সংবাদ প্রবাহ

সংবাদ পত্র থেকে সঙ্কলিত

অশোক রঞ্জন ধর

♦ ২রা জানুয়ারী ২০১৬ সৌদিন আরবে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের জন্য একসঙ্গে ৪৭ জনের প্রাণদন্ড কার্যকর হয়েছে। কাউকে ফায়ারিং স্কোয়াডে কাউকে শিরচ্ছেদের পদ্ধতি নিয়ে।

♦ বাগমারি লেনের (মানিকতলা থানা এলাকায়) এক আবাসনে অশীতিপর বৃদ্ধাকে জখম করে তাঁর গায়ের গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এলাকার লোকজন জানান, 'মাসিমা ওদের (দুষ্কৃতীদের) ডেকে চা ও খাওয়াতেন'।

♦ এখন থেকে ১৮নয়, ঘৃণ্য অপরাধে (ধর্ষণ বা খুনের মতো অপরাধ) ১৬ হলেই প্রাপ্ত বয়স্ক হিসাবে বিচার হবে। জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড ঠিক করবে বোর্ডেই বিচার হবে না আদালতে পাঠানো হবে।

♦ কয়েক দিন আগে মেট্রো রেলের গিরীশ পার্ক ষ্টেশনে একটি চলন্ত সিড়ি হঠাৎ উল্টো মুখে যাত্রা আরম্ভ করায় কয়েকজন আহত হন। (সাবধান - চলন্ত সিড়ির রেলিংটা ধরে থাকলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।)

♦ জাপানের ১০৫ বছরের বৃদ্ধ ... হিদেকেচি সিয়াজাকি কিছুদিন আগে ৪২.২২ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড় শেষ করেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৬ বুধবার সংস্থার পক্ষ থেকে বাটানগর গঙ্গাতীরে বাগানবাড়ীতে পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে। ইচ্ছুক সদস্যদের আগামী ২৫শে জানুয়ারী ২০১৬ এর মধ্যে অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যোগাযোগ - ৯৬৭৪৫৫৩৪৭৭ / ৯৪৩৩৭৯৭০৫৮

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, সবাইকে ইংরাজি নববর্ষের (২০১৬) আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আশাকরি সকলে পরিবার পরিজনসহ কুশলে আছেন। বছরের প্রারম্ভেই ঘটে যাওয়া বিষয়গুলি সবাইকে বিষাদগ্রস্ত করেছে।

পাঞ্জাবের পাঠানকোট বায়ুসেনা ঘাঁটিতে গত ২রা জানুয়ারী জঙ্গী হামলা হয়। প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর ৬জন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই ও শোকস্তব্ধ পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাই। গত ৪ তারিখ ভোর ৪টে ৩৫মিনিটে ৬.৭রিখটার স্কেলে তীব্র কম্পনের পরে ৩.৫ রিখটার স্কেলের আরও দুটি আফটারশকে কেঁপেছে মণিপুর।

ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল তামেংলঙ, মাটির তলায় মাত্র ৫৫ কিলোমিটার নীচে। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গ, অসম, অরুণাচল, মিজোরাম, আগরতলাতেও তার ধাক্কা লেগেছে। মণিপুরে ৭জন, পশ্চিমবঙ্গে ৩ জন, ও বাংলাদেশে ৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তাছাড়া শতাধিক আহত। নিহত ও আহতদের পরিবারের সবাইকে আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি।

মেহনতী মানুষের দরদীবন্ধু ও আজীবন সংগ্রামী এ.বি. বর্ধন, নুরুল হুদা সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তাদের আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি। আপনারা জানেন যে, গত বছরের জানুয়ারীতে আমাদের ফিজিওথেরাপি কেন্দ্রটি ডা ঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক নামে চালু হয়েছে। বর্তমানে এটিকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিসহ পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এইজন্য প্রথম পর্বে প্রায় ২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এই টাকার ভান্ডার সর্বসাধারনের দানে ভরে উঠবে এই আশা নিয়ে সবাইকে এই কর্মকান্ডে সামিল হতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আসুন সবাই ভাল থাকি।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra. E-mail-bethune geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in